দৈনিক বাংলা

তারিখ ...১৫.০৯.৯১...
পৃষ্ঠা...১... কলাম...৫...

57

দেড় মাস পর মঙ্গলবার ঢাকা ভার্সিটি খুলছে

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

দেড় মাস বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর। "ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তা নেই"- এই কারণে কর্তৃপক্ষ গত ৩০শে জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেন। তবে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

দেড় মাস পর (প্রথম পৃঃ পর)

শেষ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান এবং সন্ত্রাস বন্ধে কোন পদক্ষেপ না নিয়েই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিচ্ছেন।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সভায় কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন যে, "বিশ্ববিদ্যালয় এখনও সন্ত্রাসমুক্ত নয়।" তবে বিশ্ববিদ্যালয় কেন দেড় মাস বন্ধ রাখা হল সে বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা কর্তৃপক্ষ সভায়দেননি।

ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে গতকাল অনুষ্ঠিত শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সভায় তিনটি গতানুগতিক সিদ্ধান্ত (এসব সিদ্ধান্ত আগেও বার বার নেয়া হয়েছে) নেয়া হয়। এগুলি হচ্ছে-

এক, হলে কোন বহিরাগতকে অবস্থান করতে দেয়া হবে না।

দুই, প্রতি হলে পরিবেশ পরিষদ গঠিত হবে।

তিন, এ সভা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

সভায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মনিটরিং কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন বৈঠকে বসবে। তবে মনিটরিং কমিটি কি কাজ করবে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

ভাইস-চ্যান্সেলর সভায় ছাত্র সংগঠনগুলির কাছে ওয়াদা করেন যে, তিনি এবং প্রশাসন সব সময় নিরপেক্ষ থাকবেন।

সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করা হয়। এটি হচ্ছে যেহেতু রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাস হয় সেহেতু রাজনৈতিকভাবেই সন্ত্রাস নির্মূল সম্ভব।

উল্লেখ্য, পরিবেশ পরিষদের সভায় এর আগেও এই অভিমত বেশ কয়েকবার প্রকাশ করা হয়।

সভায় ভাইস-চ্যান্সেলর ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় যথারীতি ছাত্র সংগঠনগুলির সহযোগিতা চান এবং ছাত্র সংগঠনগুলিও চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তাকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

প্রভোস্ট-প্রক্টরদের সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর, প্রক্টর এবং সহকারী প্রক্টরদের এক সভাও গতকাল অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা।

এই সভায় সিদ্ধান্তও হচ্ছে, "বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাসের চরিত্র মূলত রাজনৈতিক এবং বহুলাংশেই তা বহিরারোপিত।" সভায় অভিমত হচ্ছে, যে ধরনের সশস্ত্র সন্ত্রাসের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় তা নির্মূল করা বা সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের একার পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনের পূর্ব শর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক সমঝোতা।

সভায় হলে যাতে কোন সন্ত্রাসবাদী বা বহিরাগত অবস্থান করতে না পারে সেদিকে হল প্রশাসনকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলা হয়।

যেসব ছাত্র নির্দেশ অমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সময় হলে থেকেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় হল প্রশাসনকে দায়িত্ব দেয়া হয়।